ইউনিট ৮
বিদ্যালয় পরিদর্শন

ইউনিট ৮ বিদ্যালয় পরিদর্শন

বিদ্যালয়কে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করাই হলো শিক্ষা প্রশাসনের কাজ। এ কাজ সাধনের জন্য যেমন দরকার সংগঠনের তেমনি প্রয়োজন যথাযথ সাংগঠনিক তৎপরতার। অন্যদিকে, প্রশাসক বা সংগঠনের নেতা যথাযথ সাংগঠনিক আচরণের মাধ্যমেই তৎপরতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে বিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের সাংগঠনিক আচরণ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তা হলো–

১। প্রশাসনিক আচরণ এবং
২। পরিদর্শনমূলক আচরণ।

এই দুই প্রকার আচরণের মধ্যে প্রশাসনিক আচরণ হলো সংগঠনের কোন সদস্য বা সদস্যবৃন্দকে সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত করা। পক্ষান্তরে, পরিদর্শনমূলক আচরণ হলো সংগঠনের সদস্য বা সদস্যবৃন্দের সঙ্গে থেকে এবং তাঁদের সাহায্যে কাজ করা। এই দুই আচরণেরই লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। প্রশাসনের অন্তর্গত বিবিধ কার্যাবলী যেমন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, সময় তালিকা প্রণয়ন, বহিঃযোগাযোগ, নিয়োগ, পদোন্নতি পদচ্যুতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশাসনিক আচরণের প্রয়োজন রয়েছে। এতে সংগঠনের সদস্যরা প্রশাসক বা নেতার সরাসরি দেয়া নির্দেশ পালন করে কাজ করেন। কিন্তু এতে তাঁদের আচরণে কোন পরিবর্তন আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে। কিন্তু পরিদর্শনমূলক আচরণে প্রশাসক বা নেতা সঙ্গে থেকে এবং সদস্যদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন। ফলে সদস্যরা প্রশাসক বা নেতাকে তাঁদের নিজেদের একজন বলে মনে করেন ও নিজেদের দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই পরিদর্শনমূলক আচরণে সদস্যদের মধ্যে উন্নততর আচরণ বিকাশের সম্ভাবনাই বেশি।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংগঠনের অন্তর্গত যে কোন প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকদের পরিচালিত করার জন্য উপরোক্ত উভয়বিধ সাংগঠনিক আচরণের মাধ্যমে কাজ করতে পারেন। তাই একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষকগণকে শিক্ষাদান কার্যে যেমন আদেশ নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, তেমনি তাঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করে কিভাবে শিক্ষাদান কার্যের উন্নতি বিধান করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করতে পারেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যের মানোন্নয়নে প্রশাসকরা আশানুরূপ সাফল্য লাভ নাও করতে পারেন। এর কারণ একজন প্রশাসক পদাধিকারগত কর্তৃত্ব এবং আইনগত কর্তৃত্ব বলে শিক্ষকদের উপর আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অধিকারী যার দ্বারা তাঁরা শিক্ষকেদের চাকুরীর উন্নতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং যে কথাটা শিক্ষকেরাও জানেন। ফলে শিক্ষকেরা অনুপ্রাণিত হওয়ার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি অপেক্ষা প্রশাসকের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রদর্শনের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেন। তাছাড়া একজন শিক্ষা প্রশাসক সংগঠনের যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির নেতৃত্বে নিয়োজিত থাকেন। ব্যবস্থাপনা কাজের চাপ তাঁদের বেশি থাকায় তাঁদের পক্ষে পরিদর্শনমূলক কাজে প্রয়োজনীয় সময় দেয়াও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশ যেমন একজন যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও যুক্তরাজ্যের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে উক্ত দেশগুলো শিক্ষা প্রশাসনের সংগঠনে প্রশাসক ছাড়াও বিদ্যালয় পরিদর্শক উপদেষ্টা রয়েছে। এঁরা পদাধিকার বলে পরিদর্শক হলেও শিক্ষকদের উন্নতি অবনতি ও বরখাস্তকরণের কোন ক্ষমতা এঁদের নেই। এঁদেরকে সফলতার সঙ্গে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুমধুর ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব প্রদানে অপরিমেয় পেশাগত দক্ষতা। অর্থাৎ এঁদেরকে কার্যকরী কর্তৃত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিত্বভিত্তিক কর্তৃত্ব, মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা ও পেশাগত দক্ষতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। মূলতঃ বিশেষভাবে নিযুক্ত

একজন শিক্ষা প্রশাসক সংগঠনের যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির নেতৃত্বে নিয়োজিত থাকেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা শুধুমাত্র পরিদর্শন-মূলক আচরণের মাধ্যমেই শিক্ষকদের প্রভাবিত করতে পারেন। তাই উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষা প্রশাসনের সংগঠনে পরিদর্শন এমন একটি অঙ্গ যা শুধুমাত্র শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার সমাধানে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে।

এ ইউনিটে আমরা বিদ্যালয় পরিদর্শন কি ও কেন, তার প্রকারভেদ, বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতিমালা, পরিকল্পনা ও পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং আধুনিক পরিদর্শনের বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে আলোচনা করবো।

পাঠ ৮.১ বিদ্যালয় পদির্শন কি ও কেন?

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের কতিপয় খ্যাতনামা লেখকের মতামত ও তাঁদের পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের অর্থ বুঝতে পারবেন।
- বিদ্যালয় পরিদর্শনের চরম সাধারণ ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলতে ও লিখতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের অর্থ

সাধারণ অর্থে পরিদর্শনের অর্থ হলো কোন ব্যক্তির কৃত কার্যাবলী উপর থেকে দেখা, তাঁকে আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করা এবং তার কাজে অনুপ্রেরণা যোগানো যাতে করে তিনি তাঁর কাজ সুচারুরূপে করতে পারেন। এটি অবশ্য বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ বহন করে। দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত জ্ঞান ও অনুশীলনের কারণে আধুনিক কালের বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রশস্ততর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য অর্থ রয়েছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের অর্থ শিক্ষার মানোন্নয়নের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি যে, শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাকে এবং শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষাদান করেন। এছাড়াও সেখানে শিক্ষার জন্য রয়েছে পাঠক্রম (Curriculum) এবং ফলপ্রসূভাবে শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে শিক্ষোপকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। তাই সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে অবশ্যই পাঠদানের বিষয় সম্পর্কে আরো বেশি পড়াশুনা করতে হবে যাতে সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়ে এবং তিনি যেন শিক্ষাদানের কলাকৌশলে আরো পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে তাঁকে অবশ্যই অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। ফলে, বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সমাজের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষা চাহিদা ও পৃথিবীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি শিক্ষাদান করতে পারবেন। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে এই প্রয়াসকে সফল করার জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ সার্ভিসের, যা হল পরিদর্শন। এ সম্পর্কে শিক্ষা পরিদর্শন বিষয়ক নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যের পরিদর্শন হলো এমন একটি বিশেষ ধরনের কাজ যার মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় যাতে তাঁরা উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে শিক্ষাদান করতে পারেন। ফল স্বরূপ শিক্ষার্থীরা সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জন করে এবং ব্যক্তি ও নাগরিক স্বভাবের চরমতর বিকাশ সাধনে তৎপর থাকে।

> পরিদর্শক হচ্ছেন শিক্ষকদের শিক্ষাদান বিষয়ক ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যম। শিক্ষকেরা পরিদর্শকের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শিক্ষাদান বিষয়ে কোনটি করণীয় তা অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

পরিদর্শক হচ্ছেন শিক্ষকদের শিক্ষাদান বিষয়ক ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যম। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষা বিষয়ে সমর্থন দেবেন, সাহায্য করবেন, তাঁদের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে মতামত বিনিময় করবেন, কিন্তু কোন নির্দেশ প্রদান করবেন না। অর্থাৎ শিক্ষকেরা পরিদর্শকের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শিক্ষাদান বিষয়ে কোনটি করণীয় তা অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যা শিক্ষকের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথ নির্দেশক।

তবে শিক্ষকের উত্তরোত্তর পেশাগত মান বর্ধনে যে কেউ (যেমন শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক বা কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক) অবদান রেখে পরিদর্শনের কাজ করতে পারেন, তা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যালয় পরিদর্শন একটি বিশেষ উপ-সংগঠন।

মূলতঃ উন্নত দেশের (যেমন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও যুক্তরাজ্য) শিক্ষা প্রশাসনের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, পরিদর্শন প্রশাসনের তরফ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি সার্ভিস বা পেশাগত সাহায্য-সহযোগিতাবিশেষ। শিক্ষা প্রশাসনের কর্মরত পরিদর্শক পদবীধারী ব্যক্তিরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত। এঁরা সরাসরিভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করেন যাতে শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয়। তবে সংগঠন কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক শিক্ষকদেরকে আদেশ প্রদানের কোন ক্ষমতা রাখেন না এবং তাঁরা উপদেষ্টা কর্মকর্তা হিসেবেই কাজ করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কর্মকর্তা বলে কোন পরিদর্শক নেই।

> বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কর্মকর্তা বলে কোন পরিদর্শক নেই।

তাই, উপরের অলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিদ্যালয় পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা। বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শক একজন বিশেষজ্ঞ, তিনি শিক্ষকদের অনুপ্রেরক, নেতা ও কাজের সমন্বয়সাধনকারী। তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন। পরিদর্শকের ভূমিকা উপদেষ্টার কর্তৃত্ব প্রদর্শনের নয়। তিনি সংগঠনের স্টাফ কর্মকর্তা হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার দায়িত্ব পালন করেন।

> বিদ্যালয় পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

এর আগের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, পরিদর্শন কর্মসূচী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রধান কারণ হলো শিক্ষার্থীদের ফলপ্রসূভাবে শিক্ষাদান করা তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন সাধন। তবে বিস্তৃত দৃষ্টি পরিসর থেকে বিবেচনা করে আমরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে পারি।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায়, যেমন–

১। বিদ্যালয় পরিদর্শনের চরম উদ্দেশ্য,
২। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং
৩। বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য।

নিচে উদ্দেশ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১। বিদ্যালয় পরিদর্শনের চরম উদ্দেশ্য

সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। সমাজ চায় যে, শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানোর উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষা এই সুদূর প্রসারী সামাজিক লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো যাতে করে তারা পরবর্তীকালে সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরিদর্শনের ফল শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছায়।

২। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে চলে। প্রতিটি পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে তা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের এক স্তরের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে অন্য স্তরের পাঠ্যক্রমের যেমন ধারাবাহিকতা

রয়েছে তেমনি একই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়সমূহের মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই বিদ্যালয় সমূহে যাতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়সমূহ পাঠদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তাও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, শ্রেণী পাঠতব্য বিবিধ বিষয়সমূহ উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পাঠদান সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠক্রম পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তারের পাঠ্যক্রমের মধ্যকার ধারাবাহিকতা এবং শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পাঠদান সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান করা। এ স্থলে এখানে বিদ্যালয় পরিদর্শকই এ নেতৃত্ব সার্থকভাবে প্রদান করতে পারেন।

৩। বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য

বিদ্যালয় পরিদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বিদ্যালয় পরিদর্শনকে সফল করে তোলার জন্য পরিদর্শককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নেতৃত্ব প্রদান করতে হয় যাতে করে শিক্ষকেরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন এবং অধিকতর পারদর্শীতার সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কাজ পরিচালনা করতে পারেন। তাই পরিদর্শন সফল করে তোলার জন্য সরাসরি যে যে বিষয়গুলোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে পরিদর্শন কাজ করতে হবে তা হলো–

ক) প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে শিক্ষাদান ও শিখনের জন্য উন্নততর পদ্ধতির সন্ধান।

খ) শিখনের উপযোগী বস্তুগত, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ সৃষ্টি।

গ) ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা ও শিক্ষা সামগ্রীর মধ্যে সমন্বয় বিধান।

ঘ) সহযোগিতার পরিবেশে শিক্ষকদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করা যাতে করে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভুল ও অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং নুতন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তৎপরতা প্রদর্শন করেন।

ঙ) শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব প্রদান করা এবং নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

মূলতঃ পরিদর্শনের এ ধরনের কর্ম-প্রয়াস একাধারে শিক্ষককে যেমন শিক্ষাদানকার্যে দক্ষ করে তুলবে তেমনি তাঁকে করবে আস্থাশীল। বিদ্যালয়ের লক্ষ্যও যেমন তাঁদের সামনে পরিস্কার হয়ে উঠবে তেমনি সে লক্ষ্য অর্জনের জন্যও তাঁদের মধ্যে দেখা দেবে উপযুক্ত শিক্ষাদান প্রয়াস। যার ফলশ্রুতি, শিক্ষার্থীর আকাঙ্খিত ফললাভ ও শিক্ষা মানের উন্নয়ন।

তাই পরিদর্শনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিদর্শক-শিক্ষক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও শিখনের জন্য উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন।

অনুশীলন (Activity) : বিদ্যালয় পরিদর্শন বলতে কী বোঝায়? বিদ্যালয় পরিদর্শনের গুরুত্ব কী কী হতে পারে, ব্যাখ্যাসহকারে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. কোন্ প্রকার পরিদর্শনে শিক্ষকদের পরিতুষ্টির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়?

i) মানবিক সম্ভাবনা বিকাশের পরিদর্শনে
ii) মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শনে
iii) প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনে
iv) উপরের কোনটিতেই নয়

খ. পরিদর্শন কার্যের ফলের জন্য দায়ী কে?

i) পরিদর্শক
ii) উর্দ্ধতন পর্যায়ের প্রশাসক
iii) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
iv) শিক্ষকবৃন্দ

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. পরিদর্শনের ফল ------------- মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছায়।
খ. পরিদর্শকের ভূমিকা -------------- কর্তৃক প্রদর্শনের নয়।

৩। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শক একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন।

খ. বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কর্মকর্তা বলে কোন পরিদর্শক নেই।

পাঠ ৮.২ বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রকারভেদ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রভুত্বমূলক পরিদর্শন ও তার কার্যধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবিক সম্পর্ক সূচক ও তার কার্যধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবিক সম্ভাবনা বিকাশের পরিদর্শন ও তার কার্যধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন্ প্রকারের পরিদর্শন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অধিকতর উপযোগী তা বলতে পারবেন।

প্রভুত্ব পরিদর্শন

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের পরিদর্শন রয়েছে। এটি সেগুলোর মধ্যে একটি। সনাতনী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে এর মূল নিহিত রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে প্রশাসনের লেজুড় হিসেবে ধরা হয় এবং তাঁদেরকে প্রশাসনের ইচ্ছা মতো কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে ভাবা হয়। তাঁরা ঠিকমত কাজ করেছেন কিনা তা দেখার জন্য নিয়ন্ত্রণ (Control), বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব (Accountability) এবং কর্মদক্ষতা (Efficiency) এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রভুত্বমূলক প্রশাসনে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যকার সম্পর্ক উপরস্থ-অধীনস্থের। সনাতনী প্রশাসনিক তদারকিই (Administrative inspection) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে পরিদর্শক শিক্ষকের কাজ পরীক্ষা করেন, বিচার করেন, ভুল ধরেন ও শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার জন্য তাকে দায়ী করেন। শিক্ষককে তাঁর কাজে বহাল থাকার জন্য কি করতে হবে তার নির্দেশ দেন। এ ধরনের পরিদর্শন আধুনিক পরিদর্শন ধারণার পরিপন্থী। আসলে প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনে বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে সিদ্ধান্ত আসে উপর থেকে। এখানে শিক্ষকদেরকে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয় না। যদিও তারা পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই উপর থেকে দেয়া পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হোক আর নাই হোক পরিদর্শক শিক্ষকদের কাছ থেকে আনুগত্যমূলক আচরণ (Compliance behaviour) চান।

> প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনে বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে সিদ্ধান্ত আসে উপর থেকে। শিক্ষকদেরকে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয় না। যদিও তারা পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

শিক্ষা পরিদর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিংশ শতকের প্রারম্ভে অনেক দেশে এ ধরনের বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে বৃটিশ শাসনামলে এই উপমহাদেশে বিদ্যালয়ের কাজ তদারকের (Inspection) জন্য এ ধরনের পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে তা আমাদের দেশে চালু হয়েছে। বর্তমানে যদিও বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কিত নতুন কিছু সরকারী আদেশ জারী হয়েছে তবুও মূল কাঠামো হিসেবে (The Bengal Education Code, 1931) এখনো চালু আছে। তাই আমাদের দেশে আজো প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনই মুখ্য বলা যায়।

মানবিক সম্পর্কমূলক পরিদর্শন

প্রভুত্বমূলক পরিদর্শন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির এবং তা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে কোন অবদান রাখে না। তাই বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে গণতান্ত্রিক প্রশাসন (Democratic administration) ধারণার বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শন ধারণা জন্ম লাভ করে। এটা প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই প্রকার পরিদর্শনে শিক্ষকের ব্যক্তিসত্তার প্রতি মর্যাদা প্রদান করে স্বীয় অধিকারে প্রত্যেককে একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বলে গণ্য করা হয়। এখানে পরিদর্শকের দায়িত্ব হলো ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দিয়ে শিক্ষকের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁর ভেতর সন্তুষ্টির অনুভূতি (Feeling of satisfaction) সৃষ্টি করা। এখানে মনে করা হয় যে, পরিতুষ্ট স্টাফ বা কর্মচারীরা বেশি কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করা, তাঁদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হবে।

> মানবিক সম্পর্কমূলক পরিদর্শকের দায়িত্ব হলো ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দিয়ে শিক্ষকের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁর ভেতর সন্তুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি করা ।

মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শনে সকলের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং তার লক্ষ্য হলো শিক্ষকদের ভেতর এই অনুভূতির সৃষ্টি করা যে বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর অপরিহার্য এবং তাঁদের কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত অনুভূতি (Personal feeling) এবং 'আরামপ্রদ সম্পর্কে' (Comfortable relationship) এই কথাগুলো উক্ত পরিদর্শনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। নিচে মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শনের কার্যধারা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। চিত্রটি (Sergiovanni and Starratt) এর থেকে নেয়া হয়েছে।

The Human
relation supevisors

				Which in
Adopts shared	To	Increase	Turn	increase
decision-making ------------->		teacher	------->	school
practices		satisfaction		effectiveness

মানবিক সম্পর্কসূচক পরিদর্শনের কার্যধারা

এই কার্যধারার পেছনে যুক্তি হলো শিক্ষকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণে সক্ষম বলে তারা যে বিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অনুভূতি লাভ করে আত্মতৃপ্তি পান। আত্মতৃপ্তির এ অনুভূতি তাঁদেরকে বিদ্যালয় সম্পর্কে ভাল ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং তাঁরা বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। তবে মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোয় কতটা কার্যকরী তা আলোচনার দাবী রাখে।

তিরিশের দশক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যালয় পরিদর্শনে এই ধরনের পরিদর্শনের ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে এর প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুভূত হয়। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এর জনপ্রিয়তা বেশ ছিল এবং এখনো এর ব্যবহার যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ ধরনের পরিদর্শনকে অতি উত্তম বলে মনে হলেও কর্মদক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই পরিদর্শন আশানুরূপ ফল প্রদান করে না। এখানে পরিদর্শককে শিক্ষকদের খুশী রাখার প্রতি নজর দিতে হয় যাতে করে তিনি তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন। মানবিক সম্পর্কের বিবেচনায় শিক্ষকদের পরিতুষ্টি প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় বিদ্যালয়ের কল্যাণ গৌন হয়ে পড়ে। এই পরিদর্শনে সমস্ত প্রভাব আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক ও ব্যক্তির পরিতুষ্টির উপর পড়ে ফলে আত্মতুষ্ট শিক্ষকেরা উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে পরিদর্শককে মানবিক সম্পর্কের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিকে খুশি রাখার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং আস্তে আস্তে পরিদর্শন কার্যে শিক্ষকদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাই এই প্রকার পরিদর্শনে বিদ্যালয়ে অবাধনীতির পরিদর্শনের সূত্রপাত ঘটে। ব্যক্তিসত্ত্বা, ব্যক্তি মর্যাদা ও ব্যক্তির অনুভূতিকে চরমভাবে লালন করার ফলে ব্যক্তির খেয়াল খুশী প্রাধান্য পেয়ে বসে এবং পরিদর্শন তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

মানব সম্পদ বিকাশের পরিদর্শন (Human resources supervision)

পঞ্চাশের দশক থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যের উন্নয়নে মানবিক সম্পর্কসূচক পরিদর্শনের অসারতা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শনে ব্যক্তির পরিতুষ্টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে ব্যক্তির বিভিন্ন রকমের চাহিদা ও আবেগ পরিদর্শকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হয়ে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর প্রতিবিধানের জন্য মানব সম্পদ মডেল (Human resources model) এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের কথা বলা হয়। মূলতঃ এ মডেল অনুসারে সংগঠনের সদস্যরা উন্নত ধ্যান-ধারণার উৎস, সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতার অধিকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ও কার্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন। মডেলটি অনুসারে বিবিধ কার্যাবলীতে সদস্যদের অংশ

> Human resources model এর মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যরা উন্নত ধ্যান ধারণার উৎস, সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতার অধিকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ও কার্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন।

গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্ম-সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম পরিচালনের এবং মানেরও উন্নতি ঘটবে। উক্ত মডেলটি শিক্ষা সংগঠনের জন্য অধিকতর গ্রহণীয়। কারণ এখানকার সদস্যরা সবাই শিক্ষিত ও পেশাগতভাবে দক্ষ এবং নিজের কাজের জন্য নিজেরাই দায়ী (যেমন শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে)। এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার যে, এই মডেলে মানবিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না, তা নয়। এতে সাধারণভাবে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলা হয় এবং সংগঠন এমন হতে হবে যেখানে থাকবে উন্নতমানের আদান প্রদানের ব্যবস্থা, দলের প্রতি আনুগত্য কর্ম-তৃপ্তি এবং কর্মনিষ্ঠা।

মানবিক সম্ভাবনা বিকাশের পরিদর্শনের কার্যধারা মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শন থেকে ভিন্নতর। (Sergiovanni and starratt) অনুসারে তা নিম্নরূপ ঃ

The Human Resources Supervisor adopts shared decision making -----------> practices	To increase School efectiveness	Which in turn ----------->	increases teacher satisfaction

এখানে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ সকলেই যাতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ নিজ অবদান রেখে কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারেন। পক্ষান্তরে, উপযুক্ত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন। এ পরিদর্শনের প্রধান লক্ষ্য বিদ্যালয়ের কার্যদক্ষতা বাড়ানো যার মধ্য দিয়ে আসবে ভালভাবে কার্যসম্পদনের তৃপ্তি।

কোন প্রকারের পরিদর্শন বিদ্যালয়ের জন্য অধিকতর উপযোগী

> শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য মানবিক বিকাশমূলক পরিদর্শন সর্বাধিক কার্যকর।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ সম্পাদনের জন্য সাধারণভাবে পরিদর্শককে সংগঠনের পরিদর্শনবিধি অনুসরণ করতে হয় এবং তাতেই পরিদর্শন কোন প্রকারের হবে তা সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। তবে পরিদর্শকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমনও দেখা যায় যে, পরিদর্শক এক বা একাধিক প্রকারে পরিদর্শনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করছেন। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য মানবিক বিকাশমূলক পরিদর্শন সর্বাধিক কার্যকর। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনে পরিদর্শক উপরস্থের আসনে সমাসীন হয়ে শিক্ষকের বিবিধ শিক্ষাদান ত্রুটি নিরূপণ ও তাঁদের সংশোধনের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষক যে পেশাগত দক্ষতা রাখেন এবং পরিদর্শকের কাছ থেকে অল্প পরিমাণ পেশাগত নেতৃত্ব পেলেই নিজের সমস্যা সমাধান করে আরো পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন সে ধারণার অবকাশ এখানে নেই। তাছাড়া পরিদর্শকের নির্দেশ পেশাগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ মনে হলে শিক্ষক বিরোধিতা করতে পারেন। অন্যদিকে, মানবিক সম্পর্কের পরিদর্শনে শিক্ষকদেরকে পরিতুষ্ট রাখার উপর এত বেশি জোর দেয়া হয় যে, এতে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়ে। এতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে সকল শিক্ষককে সমভাবে শিক্ষাদান কার্যের প্রতি উৎসাহিত করা সম্ভব নয়। তেমনি তাঁদের মনে করা হয় ভালবাসার কাঙ্গাল। এর ফলে উদ্ভব হয় অবাধ নীতিমূলক পরিদর্শনের। পক্ষান্তরে, মানবিক বিকাশমূলক পরিদর্শনে শিক্ষককে পেশাগত দক্ষতার অধিকারী বলে গণ্য করা হয় কেননা তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়েই কর্মে প্রবেশ করতে হয়। এখানে পরিদর্শনের কাজ হলো দক্ষতার উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি ঘটানো যাতে করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটে। উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনে

পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় বলে শিক্ষকদের উক্ত পরিবেশে কাজ করা সহজ হয়ে ওঠে। পরিদর্শকের সঙ্গে কাজ করে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমস্যার সমাধান করতে পেরে শিক্ষক প্রভূত আনন্দও লাভ করতে পারেন। তাই বিদ্যালয় পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করার জন্য মানবিক বিকাশমূলক পরিদর্শনই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

অনুশীলন (Activity): *বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে কোন্‌টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অধিকতর উপযোগী বলে আপনি মনে করেন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. প্রভূত্বমূলক প্রশাসনে ----------- ও --------- মধ্যকার সম্পর্ক উপরস্থ-অধীনস্থের।

খ. বিদ্যালয় পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করার জন্য ----------- পরিদর্শনই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. আমাদের দেশে আজো প্রভূত্বমূলক পরিদর্শন মূখ্য।

খ. পরিদর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

পাঠ ৮.৩ বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতিমালা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় পরিদর্শন নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতিগুলো কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আলাদাভাবে প্রতিটি নীতির মর্মার্থ এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনে তাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পরিদর্শকের নেতৃত্বে শিক্ষকেরা সমবেতভাবে প্রয়াস চালান নিজেদের পেশাগত উন্নতি বিধানে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের। শিক্ষকেরা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁদের নেতা হিসেবে কাজ করতে হলে পরিদর্শককে অবশ্যই শিক্ষাদানের বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হতে হবে যেন শিক্ষকদের শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রয়াসকে অভিপ্রেত খাতে প্রবাহিত করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি যদি কতগুলো নীতি অনুসরণ করে চলেন তবে কার্যকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানেও যেমন অবদান রাখতে পারবেন তেমনি নিয়মিত পরিদর্শন কার্যাবলীও চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। এতে শিক্ষকেরাও যেমন উপকৃত হবেন, তিনিও তেমনি উত্তরোত্তর পরিদর্শন দক্ষতা অর্জন করবেন। নিচে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য প্রধান প্রধান নীতিগুলো আলোচনা করা হলো।

১। পরিদর্শনকে সামাজিক চাহিদা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে

সমাজের শিক্ষা চাহিদা পরিপূরণের জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ কি চায়, কেন চায় এ সম্পর্কে পরিদর্শককে অবহিত হতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও তাঁকে পূর্ব হতে অবহিত থাকা উচিত। এজন্য তাঁকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে হবে। অপর পক্ষে দেশের শিক্ষা নীতিগুলোর প্রতিও তাঁকে নজর দিতে হবে যাতে করে পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের যেনো কোন বিঘ্ন না ঘটে। পক্ষান্তরে, পরিদর্শককে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পরিদর্শনের অন্তর্গত বিষয়াবলী অনুধাবন করতে হবে। তাকে অবশ্যই বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে সমস্যার বিচার করতে হবে এবং নিরলসভাবে গবেষকের মনোভাব নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য, পরিদর্শনের উদ্দেশ্যাবলী, শিক্ষোপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যায়নও করতে হবে। এর ফলে তিনি শিক্ষার উন্নয়নের যথাযথ অবদান রাখতে পারবেন।

২। পরিদর্শনে ব্যক্তিসত্তার প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতে হবে

পরিদর্শনে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার প্রতি মর্যাদা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তিসত্তার প্রতি যদি মর্যাদাদান না হওয়া যায় তবে পরিদর্শন কর্মসূচীতে ব্যক্তির সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিদর্শককে মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বে যেমন তফাৎ রয়েছে তেমনি কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রেও তফাৎ রয়েছে। এই পার্থক্যকে মেনে নিয়ে যদি পরিদর্শন কাজ শুরু করা যায় তাহলে উপদেশ, পরামর্শ, গঠনমূলক উদাহরণ ও নেতৃত্ব প্রদান করে ঐ সব পার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব। আর এ কাজ করতে পারলেই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যেমন সম্ভব তেমনি সকলের মধ্যে সুষম কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধনও সম্ভবপর।

৩। শিক্ষা পরিদর্শনে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে

পরিদর্শনের সফলতা নির্ভর করে পরিদর্শক ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর। পরিদর্শনের এই প্রয়াসকে সফল করার জন্য পরিদর্শকের উচিত শিক্ষাদান বিষয়ক বিবিধ নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মতামত গুরুত্ব সহকারে শোনা এবং ঐ সব কার্যাবলীতে তাঁদের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করা। ফলে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে শিক্ষকদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা আশা করা যায়। অন্যদিকে শিক্ষকেরাও যাতে প্রয়োজন মতো পরিদর্শকের কাছে পেশাগত সমস্যা নিয়ে যেতে পারেন সে পথও পরিদর্শককে সুগম রাখতে হবে, অন্যথায় পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে

যাবে। মনে রাখতে হবে যে, পরিদর্শক পরিদর্শন কার্যাবলীতে যেমন নেতা তেমনি তিনি শিক্ষকদের সহযোগীও।

৪। ব্যবস্থাপত্র প্রদানমূলক নয়, সৃজনমূলক পরিদর্শন হবে

পরিদর্শনের কাজ শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সাধন। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমস্যার সমাধানে রোগের ব্যবস্থাপত্র দেয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শকের উচিত উদ্ভূত শিক্ষাদান শিখন সমস্যার সমাধানে তথ্য উপদেশনার মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে ঐ সমস্যার সমাধানে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবদান রাখার সুযোগ পান। এর ফলে শিক্ষকেরা ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রত্যয় হয়ে উঠবেন এবং তাঁদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটবে যা তাঁদেরকে ফলপ্রসূভাবে বিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষা সমস্যা মোকাবেলার উপযোগী করে তুলবে।

৫। পরিদর্শনে শিক্ষকদের আত্মবিকাশের সুযোগ থাকতে হবে

পরিদর্শন কার্যসূচীতে পরিদর্শক একজন সাহায্যকারী। এ কার্যসূচীতে যদিও তার ভূমিকা রয়েছে তবু পারতপক্ষে তিনি শিক্ষকদের সরাসরি সাহায্য করা বা সমস্যার সমাধান বলে দেয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ তা শিক্ষকদের স্বপ্রচেষ্টায় আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। এজন্য পরিদর্শকের উচিত এমনভাবে শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করা যাতে করে তাঁরা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হয়, সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হন।

৬। পরিদর্শককে পরিদর্শন কাজের যাবতীয় দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে

পরিদর্শক হচ্ছেন পরিদর্শন প্রক্রিয়ার নেতা। পরিদর্শনের যাবতীয় ব্যর্থতার দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পরিদর্শন তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না শুধু পরিদর্শকের বিফলতার জন্য। শিক্ষকেরা পরিদর্শন বিফলতার জন্য দায়ী নন; তাঁরা পরিদর্শকের পাশে জড়ো হন তার কারণ পরিদর্শক শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর নেতৃত্বে যে শিক্ষা ও শিক্ষাদানের বিবিধ উন্নত কৌশলসমূহ আয়ত্ত করছেন। এজন্য পরিদর্শকের উচিত ব্যক্তির সামর্থ, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতি নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা। তা পরিদর্শন কার্যে একনিষ্ঠভাবে লেগে থেকে ধীর ও ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সমস্যার শ্রেণিকরণের মধ্য দিয়ে ওগুলোর সমাধানের সাধারণ নীতি আবিস্কারে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে পারে এবং পরবর্তীকালে শিক্ষক ঐ সাধারণ নীতির সঙ্গে মিলিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজবেন। এ কার্যাবলীর সাধু প্রচেষ্টার জন্য পরিদর্শক অবশ্যই শিক্ষকদের প্রশংসা করবেন। শিক্ষকের কোন অসুবিধার আভাস পেলে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে যাতে নতুন সমস্যার সৃষ্টি না হতে পারে। পরিদর্শক মোটামুটিভাবে এগুলো অনুসরণ করলে ব্যর্থতাও এড়াতে পারবেন।

৭। পরিদর্শক নেতৃত্ব প্রদান করবেন, কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন না

পরিদর্শক তাঁর পরিদর্শন কর্মসূচীকে ফলদায়ক করে তোলার জন্য সব সময় নেতৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন না। এর কারণ পরিদর্শক যদি তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও সুমধুর ব্যক্তিত্ব দ্বারা শিক্ষকদের প্রভাবিত করেন তবে শিক্ষকেরা তাঁর মধ্যে আস্থা খুঁজে পাবেন। পেশাগত পরামর্শের জন্য কাছে আসবেন ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করবেন। অন্যদিকে পরিদর্শক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলে শিক্ষকেরা আদেশ পালনের নীতি অনুসরণ করবেন। নিজেদের বিকাশের জন্য সক্রিয়তা প্রকাশ করতে ভীত হবেন উপরস্থ অধীনস্থের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণে। পরিদর্শককে মনে রাখতে হবে যে, তিনিও পরিদর্শন কর্মসূচীর অন্তর্গত একজন সদস্য।

অনুশীলন (Activity) : বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতিগুলোর মধ্যে কোনগুলো অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন- কারণসহকারে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

১। **শূণ্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. পরিদর্শনকে সামাজিক চাহিদা ও -------------- উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

খ. পরিদর্শন কর্মসূচীতে ------------- একজন সহায়্যকারী।

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. পরিদর্শনের সফলতা পরিদর্শক ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল নয়।

খ. পরিদর্শনে পরিদর্শক কোন অবস্থাতেই কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন না।

পাঠ ৮.৪ বিদ্যালয় পরিদর্শনের পরিকল্পনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় পরিদর্শনের পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিদর্শনপঞ্জি এবং বিদ্যালয় ভিজিটের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

বিদ্যালয় পরিদর্শনের উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যালয় যাতে ঠিকভাবে পরিদর্শিত হতে পারে তার একটা কাঠামো সৃষ্টি হয় মাত্র। কিন্তু বিদ্যালয় পরিদর্শনের সফলতার জন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক তৎপরতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা। এজন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু পরিদর্শন কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন। মূলতঃ সুপরিকল্পিত পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কোন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া দরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে কে কোন কাজ কিভাবে করবেন তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

> **শিক্ষার মানের ক্রমোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সব সময় পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত।**

ফলে পরিদর্শনের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের পরিকল্পনা কোন একটি গতানুগতিক ধরনের বিষয় নয় যা একবার চালু হলেই বছরের পর বছর মোটামুটি একইভাবে চলবে। শিক্ষা একটি চলমান বিষয় যা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার এ দিকটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার মানের ক্রমোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সব সময় পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। অন্যদিকে, পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া ভাল। এর ফলে সকলের অংশ ও দায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচীতে কার কোন ভূমিকা তা যেমন নিশ্চিত করা যায় তেমনি পরিদর্শকও শিক্ষকদের পেশাগত সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজন জেনে কর্মসূচী প্রণয়নে উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদান করে অবদান রাখতে পারেন। আসলে এগুলো পরিদর্শন-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মূল পরিদর্শন-পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তা হলো বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য ও তার কর্মসূচী। এর ফলে বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যাবলী যথার্থতা নিরূপণ যেমন সম্ভব তেমনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিবিধ সমস্যাবলী সনাক্ত করাও সম্ভব। এর মাধ্যমে বিস্তারিত বিষয়াবলী যেমন পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষোপকরণের ব্যবহার প্রণালী ও তাদের যথার্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। এর ভিত্তিতে পরিদর্শন কর্মসূচীতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরিদর্শনের ধারা ও পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে পূর্বানুমান সম্ভব। এক্ষেত্রে পরিদর্শন-পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নোক্ত ৫টি স্তর উল্লেখযোগ্যঃ

১। পরিদর্শককে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ের চালু শিক্ষা কর্মসূচী মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। এ মূল্যায়নে বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চাহিদা কতখানি সফলভাবে পূরণ হচ্ছে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য পরিদর্শককে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও দুর্বল দিকগুলোর প্রতি নজর দিয়ে কর্মসূচী উন্নয়নের জন্য কি করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

২। শিক্ষা কর্মসূচীর যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মসূচীর কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব প্রদান করলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে সে সম্পর্কে পরিদর্শককে ধারণা করতে হবে এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। মূলতঃ শিক্ষা মানোন্নয়নের জন্য পরিদর্শন কর্মসূচীর এটাই মূল লক্ষ্য।

৩। এরপর পরিদর্শককে পরিদর্শন কর্মসূচী পরিচালনের জন্য পদ্ধতি ও কার্যধারা ঠিক করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই সেই সমস্ত পদ্ধতি ও কার্যধারার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে সহজে এবং সর্বোত্তমভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

৪। এ পর্যায়ে পরিদর্শককে কার্যসূচী যাতে সঠিকভাবে চলতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাজের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা উচিত তা ভেবে দেখতে হবে এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মূলতঃ এর মাধ্যমে সকলের কর্মপ্রয়াসকে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত করা সম্ভব।

৫। পরিদর্শন কর্মসূচীর ক্রম-মূল্যায়ন ও পরিদর্শন পরিকল্পনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলে প্রয়োজন অনুসারে যেমন কর্মসূচী চলাকালীন সময় কর্মসূচীর সংশোধন সম্ভব তেমনি কর্মসূচীর শেষেও উত্তমভাবে সমগ্র কর্মসূচীর চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্ভবপর। শিক্ষা পরিদর্শন পরিকল্পনায় এই ধাপটির গুরুত্ব এজন্য যে মূল্যায়নের মাধ্যমে (১) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অগ্রগতির যাচাই করে পরিদর্শন কর্মসূচীর সাফল্যাংক নির্ণয় করা সম্ভব, (২) পরিদর্শন কর্মসূচীর দ্বারা শিক্ষকেরা পেশাগতভাবে কতটা লাভবান হচ্ছেন এবং নিজেদের পদ্ধতির উন্নতি বিধানে কতখানি সক্রিয় এবং (৩) পরিদর্শন কর্মসূচীর অপর্যাপ্ততা এবং শিক্ষকদের চাহিদা জানা যায়।

পরিদর্শক কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন। তবে বেশিরভাগ লেখকই সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেন। পরিদর্শক অবশ্য তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নীতি ও বিদ্যালয়ের সুবিধার সঙ্গে মিল রেখে এক বৎসরের পরিকল্পনাকে ৩ মাস, ৬ মাস ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট পরিকল্পনায় বিভক্ত করতে পারেন। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার বেশ আগেই পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়নে হাত দেয়া উচিত। বলা যায় যে, একটি পরিদর্শন কর্মসূচী যখন চলছে তখন থেকেই পরবর্তী পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করা উচিত। এজন্য পরিদর্শকের উচিত পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য কখন কোন তথ্য সংগ্রহ করবেন, কোন্ কোন্ কনফারেন্স কবে করবেন, কাদের সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন এবং কিভাবে তা পাবেন, ইত্যাদি তিনি ঠিক করে নেবেন। এভাবে তিনি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা করার পর তা তিনি নিজের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। তা গৃহীত বা অনুমোদিত হলেই বলা যায় যে, পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।

পরিদর্শন পঞ্জী এবং বিদ্যালয় ভিজিটের প্রকারভেদ

পরিদর্শন কর্মসূচীর বাৎসরিক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণীত হবার পর শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রারম্ভ হতে যাতে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন কাজ শুরু হয় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শকের ভূমিকা মুখ্য। সফলভাবে পরিদর্শন কার্য পরিচালন করতে হলে তাঁকে মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি মাসে কতটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন তা ঠিক করে নিতে হবে। এছাড়া প্রতিমাসে কোন্ দিন কোন্ বিদ্যালয় তিনি পরিদর্শনের জন্য যাবেন এবং তিনি কোন্ শিক্ষক বা শিক্ষক দলের সঙ্গে কি কাজ করবেন, কিভাবে করবেন ইত্যাদিও পূর্ব থেকে নিধারণ করতে হবে। অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রতি মাসের পরিদর্শনপঞ্জী তৈরি করে নিলে পরিদর্শক মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিদর্শন কর্মসূচীকে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শকের বিদ্যালয়ে গমন বা বিদ্যালয় ভিজিট একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রধানতঃ বিদ্যালয় ভিজিটের মাধ্যমেই বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজের সূচনা হয় বলা যায়। তবে বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রকৃতি অনুসারে কয়েক ধরনের। পরিদর্শক তার পরিকল্পনা ও পঞ্জী অনুসারে প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ ভিজিটের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ করতে পারেন। সেগুলো হলো– (১) ঘোষিত ভিজিট (Announced Visit), (২) অঘোষিত ভিজিট (Unannounced Visit) এবং (৩) অনুরোধের ভিজিট (Requested Visit)। নিচে প্রত্যেকটির আলাদা বিবরণ দেয়া হ'ল।

১। ঘোষিত ভিজিট

বিদ্যালয় পরিদর্শনে এই ধরনের ভিজিট পৃথিবীর অনেক দেশে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানকালে এই প্রকার ভিজিটের গুরুত্ব আগের চেয়ে বেশ কমে এসেছে। অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষা কর্মকর্তারা এখনও এ ধরনের ভিজিটের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ধরনের ভিজিটে বিদ্যালয়কে আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, পরিদর্শক কবে কোন্ বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য

> কার্যসূচী পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে বলে ঘোষিত ভিজিটে পরিদর্শক ও শিক্ষকেরা যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে আরব্ধ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করতে পারেন।

যাবেন এবং কি কি বিষয় পরিদর্শন করবেন। এ ধরনের ভিজিটের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুপরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কার্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে তাঁদের কাজে সাহায্য করা যাতে করে তাঁরা তাঁদের বিবিধ শিক্ষা সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কার্যসূচী পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে বলে পরিদর্শক ও শিক্ষকেরা যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে আরব্ধ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করতে পারেন। এ কারণে এ ধরনের ভিজিট বিদ্যালয় পরিদর্শনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২। অঘোষিত ভিজিট

অঘোষিত ভিজিট পরিদর্শন কর্মসূচীর বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য এ ধরনের ভিজিটের গুরুত্ব একেবারে কম নয়। পরিদর্শন কর্মসূচীর পরিকল্পনার সময়ে মাসে বা বছরে পরিদর্শক প্রতিটি বিদ্যালয় কতবার অঘোষিতভাবে ভিজিট করবেন তা নির্ধারিত হয়। তবে অঘোষিত ভিজিটের দিন, তারিখ ও কার্যসূচী সম্পর্কে বিদ্যালয়কে পূর্ব হতে অবহিত করা হয় না; পূর্বে আমাদের দেশে বিদ্যালয় ইনস্পেক্টরেরা অঘোষিতভাবে বিদ্যালয় ভিজিট করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের কাজ তদারক করে তাঁদের শৈথিল্য ও ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা এবং তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আলোচ্য পরিদর্শনে অঘোষিত ভিজিটে এ ধরনের কাজের কোন অবকাশ নেই। বর্তমান পরিদর্শনের অঘোষিত ভিজিটের উদ্দেশ্য হলো পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal Contracts) বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শক ও বিদ্যালয় যেমনভাবে চলছে সেই পরিস্থিতিতে পরিদর্শনের জন্য যান। বিদ্যালয়ের স্বভাবিক পরিবেশে কোন সমস্যা আছে কিনা তা অনুধাবন করা এবং খোলাখুলিভাবে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সে সমস্ত সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। ভুল ধরা ও তা সংশোধনের কোন মনোভাব এই ধরণের ভিজিটের উদ্দেশ্য না হওয়ায় শিক্ষকের পরিদর্শকের প্রতি আস্থাশীল হন এবং তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাস হয় যে, পরিদর্শক তাঁদের কাজের প্রতি আগ্রহী এবং তাঁদের সমস্যাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করে তার সমাধানে তাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অঘোষিত ভিজিটের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৩। অনুরোধের ভিজিট

বিদ্যালয় পরিদর্শনে অনুরোধের ভিজিট বেশ সাম্প্রতিক কালের বিষয়। যে সমস্ত দেশের বিদ্যালয় শিক্ষকেরা পেশাগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ এবং নিজেদের পেশাগত উন্নতির জন্য সদা উদগ্রীব সে সব দেশে এ ধরনের বিদ্যালয় ভিজিটের আধিক্য দেখা যায়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শকেরা প্রায়শঃই শিক্ষকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিদর্শনের জন্য বিদ্যালয়ে গমন করেন। বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বা কয়েক জন শিক্ষক যখন কোন বিশেষ পেশাগত সমস্যা সম্মুখীন হন এবং সে সমস্যা সমাধানে অধিক পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তখন উক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শক পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তখন বিদ্যালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বিষয়ে দক্ষ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন পরিদর্শককে বিদ্যালয়ে পাঠান, পরিদর্শক শিক্ষকদের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করে ঐ বিশেষ সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন। এ ধরনের পরিদর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে পরিদর্শককে আহ্বান জানানো হয়, ফলে শিক্ষকদের সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের সদিচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় এবং অভূতপূর্ব সক্রিয়তা থাকায় শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশেও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কখনও কখনও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তবে তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। তা সচরাচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (Recognition) নবায়নের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তাঁর সুপারিশ পাওয়ার আশায় এরূপ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধান তার উদ্দেশ্য নয়। তবে বিদ্যালয় যতই পেশাগত পরিপক্কতা অর্জন করে, অনুরোধমূলক ভিজিটের সংখ্যাও ততই বেড়ে যায়।

> বিশেষ সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের সদিচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় এবং অভূতপূর্ব সক্রিয়তা থাকায় শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

এ ধরনের বিদ্যালয় ভিজিট বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচীর বাৎসরিক পরিকল্পনা বহির্ভূত বিষয় নয়। আগের বছরের অনুরোধের সংখ্যার ভিত্তিতে পরিদর্শক পূর্ব হতেই চলতি বছরের অনুরোধের একটি আনুমানিক প্রাক্কলন আগেই করেন যাতে তিনি সময় মতো অনুরোধে সাড়া দিতে পারেন।

অনুশীলন (Activity) : পরিদর্শন বলতে কী বোঝায়? বিদ্যালয় ভিজিটের গুরুত্ব লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. বিদ্যালয় পরিদর্শনের কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়নে কে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন?

i) উর্ধ্বতন পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসক
ii) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
iii) বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ

খ. কোন্ ধরনের বিদ্যালয় ভিজিটে শিক্ষকদের পেশাগত সম্ভাবনার চরম বিকাশ ঘটে?

i) ঘোষিত বিদ্যালয় ভিজিটে
ii) অঘোষিত বিদ্যালয় ভিজিটে
iii) অনুরোধের বিদ্যালয় ভিজিটে
iv) পূর্বপরিকল্পিত যে কোন ধরনের ভিজিটে

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. পরিদর্শন কর্মসূচীর --------------- সহযোগিতার ভিত্তিতে --------- হওয়া ভালো।

খ. পরিদর্শনের অঘোষিত ভিজিটের উদ্দেশ্য হলো --------- ও --------- মধ্যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

পাঠ ৮.৫ বিদ্যালয় পরিদর্শনের পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় পরিদর্শনের পদ্ধতিসমূহ ও তাদের কার্যধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন কলা-কৌশলসমৃদ্ধ একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষকদের উত্তরোত্তর দক্ষ শিক্ষক হওয়ার পেশাগত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা হয়। সকল শিক্ষকের সামাজিক ও মানসিক পটভূমি এক রকমের নয়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে রয়েছে তফাৎ পেশাগত সমস্যা অনুধাবনে এক এক জনের ক্ষমতা এক এক রকমের। শিক্ষক হিসেবে এক এক জনের পরিপক্কতার মান এক এক রকমের, তাই বিদ্যালয় পরিদর্শন একটি বিশেষ ধরনের কঠিন কাজ। সেজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পরিদর্শককে বিবিধ কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় যাতে করে তিনি শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে সাহায্য করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন। বর্তমান পাঠে পরিদর্শনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো ঃ

১। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন (Classroom visitation)
২। প্রদর্শনী পাঠদান (Demonstration teaching)
৩। আন্তঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন (Intervisitation)
৪। পাঠ পরিকল্পনা (Instructional planning)
৫। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal contracts)
৬। কনফারেন্স (Conference)
৭। ওয়ার্কশপ (Workshop)
৮। পেশাগত পঠন ও লিখন (Professional reading and writing)
৯। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ (In-service training)

১। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন

বিদ্যালয় পরিদর্শনের এটি একটি অতি পুরাতন পদ্ধতি। তবে বর্তমানে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন পূর্বের মতো শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও ত্রুটি নির্ধারণ করার মতো নয়। আধুনিক পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষক যখন তাঁর পাঠদান ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিদর্শকের সহযোগিতা কামনা করেন মূলতঃ তখনই তা সংগঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিদর্শক শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলী দেখার জন্য যান এবং শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে পরিদর্শকতার মানোন্নয়নে আরো কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন এবং শিক্ষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন পরিদর্শককে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও শিখন প্রক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে জানার যেমন একটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করে তিমনি শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রয়াসকে পরিচালিত করছেন তাও দেখার সুযোগ দেয়। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য শিক্ষকের পাঠদান প্রয়াসের মূল্যায়ন এবং কিভাবে পাঠদান আরো ফলপ্রসূ করা যায় তা যৌথ প্রয়াসে উদ্ভাবন করা হয়। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষক ও পরিদর্শককে এর গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে এবং শিক্ষককে বিশ্বাস করতে হবে যে পরিদর্শক তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার সমাধানে তিনি (পরিদর্শক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক যে একাই উপকৃত হবেন তা নয়, পরিদর্শকের মধ্যেও পাঠদানের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার ঘটে।

> শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক যে একাই উপকৃত হবেন তা নয়, পরিদর্শকের মধ্যেও পাঠদানের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার ঘটে।

তবে সব সময়ই যে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন শিক্ষকের অনুরোধের উপর ভিত্তি করে হবে তা নয়। নতুন, ভীতু বা অলস শিক্ষকেরা সচরাচর শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন না। অন্য দিকে অনুরোধকারী শিক্ষকের পরিকল্পিত পাঠদান অনেক সময় তাঁর পাঠদানের সঠিক নমুনা হিসেবে কাজ

করে না। সেজন্য সুসম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে পরিদর্শক আগে থেকে বলে বা না বলেও শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করতে পারেন যাতে করে তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের সত্যিকারের পরিবেশে পাঠদানের সমস্যাবলী জানা সম্ভব হয় এবং তিনি যেন সেভাবে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। তবে যে কোন অবস্থাতেই পরিদর্শকের উচিত শিক্ষককে একথা বুঝতে দেয়া যে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন পেশাগত কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

২। প্রদর্শনী পাঠদান

পরিদর্শনের এই পদ্ধতিটিকে পরিদর্শক যে কোন একজন শিক্ষকের শিক্ষাদানের কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন ব্যবহার করতে পারেন তেমনি কোন একদল শিক্ষককে একটি বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। পরিদর্শক যদি শিক্ষক বা শিক্ষকদের অনুরোধে পাঠদান করেন তবে তা উত্তম। কারণ শিক্ষকের অনুভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান করলে শিক্ষক যে বিশেষ পাঠদান কলা-কৌশলগুলো জানতে চান তা জানতে পারবেন। পরিদর্শকের উচিত বিদ্যালয়ের সত্যিকারের শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনী পাঠদানের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে প্রদর্শনী পাঠদানের পূর্বে পরিদর্শকের উচিত শিক্ষকদের সহযোগিতায় পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে করে পাঠের অন্তর্গত বিশেষ পাঠদান কৌশলের সঙ্গে শিক্ষকেরা পূর্বেই পরিচিত হতে পারেন এবং পরে তা অবলোকন করে সে সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারেন। প্রদর্শনী পাঠ শুধুমাত্র পরিদর্শকই দেবেন এমন নয়, তিনি আগ্রহী শিক্ষকের মাধ্যমেও প্রদর্শনী পাঠের আয়োজন করতে পারেন। প্রদর্শনী পাঠদান শেষ হওয়ার পর অবশ্যই আলোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে এর বিশেষ পদ্ধতি, কৌশলগুলো এবং পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে মত বিনিময় হতে পারে।

প্রদর্শনী পাঠদান শেষ হওয়ার পর অবশ্যই আলোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে এর বিশেষ পদ্ধতি, কৌশলগুলো এবং পাঠদানের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে মত বিনিময় হতে পারে।

৩। আন্তঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন

এটি ফলপ্রসূ বিদ্যালয় পরিদর্শনের একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না। এই পদ্ধতিতে কোন শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উন্নত পাঠদান কলা-কৌশল অবলোকনের সুযোগ পান এবং এর ফলে তিনি তা নিজের বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্রতী হতে পারেন। আন্তঃ বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শকের পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি সাধারণ ভূমিকা রয়েছে। তবে নিজেদের প্রয়োজনে মুখ্য ভূমিকা শিক্ষকেরই। অন্য বিদ্যালয়ের উত্তম কর্মপদ্ধতি অবলোকনের জন্য কোন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা সকল শিক্ষকের জন্যই আন্তঃ বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশেষ করে অলস ও নূতন শিক্ষকদের জন্য এ পদ্ধতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তঃবিদ্যালয় পরিদর্শনও একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত। সর্বপ্রথম এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে অপর বিদ্যালয়ের কোন কোন কার্যাবলী অবলোকন করতে হবে তা নির্ধারিত করতে হবে। অপর বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিদর্শন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে যথাসময়ে অবশ্যই সেখানে পৌছাতে হবে। পৌছাবার পর সেখানকার প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে কার্যসূচী সম্পর্কে তার বক্তব্য শুনে অবলোকনের জন্য শ্রেণিকক্ষে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপর বিদ্যালয়ের কোন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা চলবে না এবং সেখানকার শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে না। তবে পরিদর্শন শেষে স্বাগতিক বিদ্যালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে পরিদর্শনকারী শিক্ষকেরা আলোচনায় বলতে পারেন এবং প্রশ্ন রাখতে পারেন। পরিদর্শন শেষে বিদ্যালয়ে ফিরে এস স্টাফ সভায় শিক্ষকেরা স্বাগতিক বিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে অলোচনা ও মত বিনিময় করবেন। বৎসরে ২/১ দিন এ ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষকেরা ঘরোয়া পরিবেশে নিজেদের পেশাগত ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞান অর্জন করে আনন্দও পেতে পারেন।

৪। পাঠ পরিকল্পনা

শিক্ষাদান বিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ। ভালোভাবে শিক্ষাদান করতে হলে উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। পাঠ পরিকল্পনার সাহায্যে পাঠের উদ্দেশ্য, পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণের ব্যবহার, পাঠ

উপস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি আগে থেকেই সুনির্ধারিত করা হয় বলে পাঠদানের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব। কিন্তু অসুবিধার ব্যাপার হলো বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা লিখিতভাবে বিস্তারিত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাঠদানে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করবেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিদর্শকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি বিশেষ দক্ষতার বিষয়। বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্য যাতে সফল হয় সেজন্য তাঁর উচিত প্রয়োজন মতো শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের আধুনিক কৌশল জানতে এবং কমপক্ষে পাঠ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত রূপরেখা প্রণয়নের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করা। নূতন শিক্ষকের ক্ষেত্রে তারা যাতে বিস্তারিত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাঠদান করেন সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তার উচিত। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিদর্শককে বিশেষজ্ঞের (Resource person) ভূমিকা পালন করে শিক্ষকদের বিবিধ তথ্য সরবরাহ করতে হবে যাতে করে তাঁরা সঠিক পুস্তক ও উপকরণাদি নির্বাচন করতে পারেন।

৫। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ

পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করার জন্য শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কার্যাবলীই নয় বিভিন্ন রকমের আনুষ্ঠানিক আদান-প্রদান এবং যোগাযোগেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মূলত এর মাধ্যমে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পরিদর্শক বিদ্যালয়ের বিবিধ সামাজিক কার্যাবলীতে অংশ নিয়ে, ঘরোয়া পরিবেশে বিবিধ পেশাগত বিষয় নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। এধরনের কাজে শুধুমাত্র জনসংযোগই বৃদ্ধি পায়না। পরিদর্শনের ফল হিসেবে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যকার ব্যক্তি সম্পর্কেরও উন্নতি হয়। ফলে পরিদর্শনের ফল হিসেবে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের মধ্যকার ব্যক্তি সম্পর্কেরও উন্নতি হয়। ফলে পরিদর্শনের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

৬। কনফারেন্স

পরিদর্শন পদ্ধতি হিসেবে করফারেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শন কর্মসূচীর বিভিন্ন সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, যেমন– শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন প্রদর্শনী পাঠদান ও আন্তঃবিদ্যালয় পরিদর্শন শুরু হওয়ার আগে এর পরিকল্পনার জন্য কনফারেন্স করা প্রয়োজন, তেমনি তা শেষ হওয়ার পর কতটা সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে তা মূল্যায়নের জন্য কনফারেন্স এর প্রয়োজন মূলতঃ এরূপ অনুসরণ কনফারেন্স (Follow up conference) পরিদর্শক ও শিক্ষকদের ফিডব্যাক (Feed back) প্রদান করে থাকে।

পরিদর্শক বিদ্যালয়-শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে পারেন। কনফারেন্স ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individual conference) বা দলগত (Group conference) উভয় প্রকারেরই হতে পারে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কনফারেন্স হলো দুই ব্যক্তির মধ্যকার মিটিং যাঁরা কোন একটি বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে আগ্রহী। তারা পরস্পরের মত বিনিময় করেন যাতে উক্ত বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ চিত্র লাভ করা সম্ভব হয় এবং সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিকোণ থেকে একে অন্যকে সহযোগিতা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান। অন্যদিকে দলগত কনফারেন্স হলো, একটি কৌশল যার মাধ্যমে একদল লোককে অল্প সময়ের মধ্যে কোন সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সরবরাহ ও ধারণা প্রদান ও তা অনুধাবনে সাহায্য করা। তাছাড়া পরিদর্শক বিদ্যালয়ের কোন বিশেষ বিষয় বা সমস্যার উপর শিক্ষকদের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার জন্য কোন বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করতে পারেন। কনফারেন্সে বক্তব্য বা মতামত শ্রবণের পর সম্মিলিতভাবে আলোচ্য বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয়।

কনফারেন্সে বক্তব্য বা মতামত শ্রবণের পর সম্মিলিতভাবে আলোচ্য বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মসূচী তথা শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের কনফারেন্স ডাকার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। বিদ্যালয়ের বিশেষ সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের অনুরোধে পরিদর্শক কনফারেন্স আহবান করতে পারেন, অথবা কোন সমস্যার সমাধানে পরিদর্শক কনফারেন্স আহবান করতে

পারবেন। কনফারেন্সকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কনফারেন্সের পূর্বেই তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে করে কনফারেন্সে সকলেই নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে অবদান রাখতে পারেন। এ ছাড়াও কনফারেন্সের স্থান, সময় এবং সময়সীমা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা উচিত। অবশ্য কনফারেন্সের পর অনুসরণ কার্যক্রমের দায়িত্ব পরিদর্শকের নিজের।

৭। ওয়ার্কশপ

> ওয়ার্কশপ হচ্ছে এক ধরনের দলগত কাজ যেখানে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে সাধারণ একটি সমস্যার সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন।

ওয়ার্কশপ হচ্ছে এক ধরনের দলগত কাজ যেখানে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে সাধারণ (Common) একটি সমস্যার সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন। বিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপ কার্যসূচীর মাধ্যমে পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতে পারেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওয়াকর্কশপের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১। ওয়ার্কশপের সমস্যা শিক্ষকদের চাহিদা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়,
২। এটা প্রতিটি শিক্ষকের সামাজিক, আবেগিক ও পেশাগত উন্নয়নের সহায়ক,
৩। এটা শিক্ষকদেরকে পেশাগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন অবদান রাখতে সাহায্য করে এবং
৪। এটা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

বিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপে পরিদর্শকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি ওয়ার্কশপের কার্যসূচী সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করার জন্য সমগ্র দলকে কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকের কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ করে কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারেন। তাছাড়া সকল দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মূল সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধানে উপনীত হতে সাহায্য করতে পারেন। তিনি ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে বিবিধ আকর্ষণীয় কৌশলসমূহ– যেমন, Icebrakers Role playing, Buzz groups, Brain storming ইত্যাদি ব্যবহার করে দল তথা ব্যক্তির মেধার সর্বাত্মক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারেন। ওয়ার্কশপ কর্মসূচী কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিনেরও হতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিদর্শক ওয়ার্কশপের পরিকল্পনা করা।

৮। পেশাগত পঠন ও লিখন

পেশাগত ধ্যান-ধারণার উন্নয়নের জন্য পেশার উপর লিখিত রচনা ও পুস্তকাবলী পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। পেশাগত বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষকেরা নিজেদের জ্ঞান বাড়িয়ে পেশাগত ক্ষেত্রে অপ্রতিহত অগ্রগতি বজায় রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে পরিদর্শক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে পেশার উপর লিখিত উন্নত পুস্তক সংগ্রহের মাধ্যমে একটি উন্নত পাঠাগার গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়াও তিনি শিক্ষকদের উন্নত শিক্ষা জার্নাল সংগ্রহে সাহায্য করতে পারেন। এসব কাজে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান করে তিনি শিক্ষকদের পেশাগত বিষয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করার এবং পেশার উপর লিখিত পুস্তক পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষকেরা আগ্রহ সহকারে পেশাভিত্তিক পুস্তক পাঠ করার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে নিজেরাও পেশাগত অবদান রাখার জন্য উক্ত বিষয়ে লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাঁদের মধ্যে গবেষণার মনোভাব গড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা ভাবনা প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শক তাঁদের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তিনি মাঝে মধ্যে পেশাগত পত্রিকায় নিজে লেখা প্রকাশের জন্য যেমন নেতৃত্ব প্রদান করবেন তেমনি শিক্ষকদের পেশাগত লিখন সম্মিলিতভাবে পরিমার্জন করে পেশাগত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। এজন্য তিনি শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি গঠন করে বিদ্যালয়ে প্রকল্প (Writing project) গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৯। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ

উপরে বর্ণিত বিবিধ পদ্ধতিসমূহের সবগুলোই শিক্ষকের কর্মরতাবস্থায় তাঁর পেশাগত উন্নয়নে সাহায্য করে। ওগুলোর মাধ্যমে পরিদর্শক শিক্ষকদেরকে তাঁর দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে বা

দলগতভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু সমস্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে শিক্ষককে পর্যাপ্ত সময় ধরে পেশাগত বিষয় সমূহে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। শিক্ষকেরা চাকুরী-পূর্ব প্রশিক্ষণ শিক্ষণের মৌলিক বিষয় সমূহে দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ লাভ করে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে শিক্ষকেরা পেশাগত তত্ত্বসমূহের কথা মনে রেখে মূলতঃ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবিধ সমস্যার সমাধান করে থাকেন। ধীরে ধীরে তা মৌলিকত্ব হারাতে পারে। তাই দির্ঘদিন কাজ করতে করতে শিক্ষকদের পেশাগত ক্ষেত্রের তত্ত্বমূলক জ্ঞানে ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে দৃঢ় ভিত্তির শিক্ষাক্ষেত্রের তত্ত্বমূলক জ্ঞানের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। তাই চাকুরীরত শিক্ষকদের শিক্ষা সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিত তার নবায়নেরও দরকার আছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে চাকুরীরত শিক্ষকদেরও সময়ের ব্যবধানে কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান পুস্তকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিদর্শকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরিদর্শক শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টির সুরাহা করতে পারেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে। কিন্তু পরিদর্শক শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সাহায্য করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতার অব্যাহত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য দায়ী। তাই, তাঁর দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করার জন্য সুসংগঠিত কর্মসূচীর মাধ্যমে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা উচিত। যা মূলতঃ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়িয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নেরই সহায়ক হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নের আগে অবশ্যই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন আছে কিনা সে সম্পর্কে পরিদর্শককে সুনিশ্চিত হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ আছে কিনা তা তাঁকে দেখে নিতে হবে। কারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে যেমন অনেক শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন রয়েছে তেমনি প্রয়োজন রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগের যাঁরা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নের সময় পরিদর্শকের উচিত শিক্ষকদের কোন ক্ষেত্রে কতটা জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন তা সমবেত প্রয়াসে নির্ধারিত করা। কর্মসূচী বিদ্যালয়ে ছুটিকালীন সময়েই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কর্মসূচী প্রণয়নে তার লক্ষ্য, প্রশিক্ষণ এবং কিভাবে তার মূল্যায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। পরিদর্শক কর্মসূচী প্রণয়নেও তা পরিচালনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন। পরিদর্শক নিজে শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের কোর্সে শিক্ষকদের যোগদানের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থাও নিতে পারেন— যদি তা তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

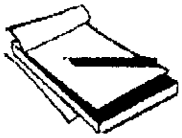

অনুশীলন (Activity) : বিদ্যালয় পরিদর্শনের যে কোন তিনটি পদ্ধতির কার্যধারা বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. প্রদর্শনী পাঠের পাঠ পরিকল্পনা কে রচনা করেন?

i) পরিদর্শক
ii) যদি কোন শিক্ষক প্রদর্শনী পাঠ দেন তবে তিনি
iii) শিক্ষক পরিদর্শকের পারস্পরিক সহযোগিতায় তা রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়
iv) প্রধান শিক্ষক

খ. কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ার্কশপের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা উচিৎ?

i) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন্ ধরনের ওয়ার্কশপ পছন্দ করেন তার উপর
ii) প্রধান শিক্ষক কোন্ সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব বলে মনে করেছেন তার উপর
iii) বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পরিদর্শক যে বিষয়বস্তুকে যথাযোগ্য বলে মনে করেন তার উপর
iv) শিক্ষকদের পেশাগত চাহিদা ও বিদ্যালয়ের সমস্যার উপর ভিত্তি করে

২। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি বিশেষ ------------- বিষয়।

খ. বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ও প্রাপ্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিদর্শক ------------- পরিকল্পনা করবেন।

পাঠ ৮.৬ আধুনিক পরিদর্শনের বৈশিষ্ট্যাবলী

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের মর্মার্থ বুঝতে
- পারবেন।

ইতোপূর্বে আমরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সর্বোতভাবে প্রয়াস চালানো হচ্ছে আধুনিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের লক্ষ্য। এজন্য পরিদর্শনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পরিদর্শক তাঁদের সঙ্গে এমনভাবে কাজ করেন যাতে তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষাদান বিষয়ক সমস্যাবলীর কারণ ও তা কিভাবে সমাধান করা যায় তা বের করতে সক্ষম হন এবং তদনুসারে কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন। পরিদর্শন কর্মসূচীতে পরিদর্শক লাইন ও স্টাফ সংগঠনের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন, ফলে শিক্ষকেরা পরিদর্শককে তাঁদের নিজের লোক বলে মনে করেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত পেশাগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে মোটেই কুণ্ঠিত হন না। আধুনিক পরিদর্শন মানবিক বিকাশমূলক মডেলের উপর স্থাপিত বলে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের কার্যদক্ষতা বাড়াবার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কাজ করেন এবং কার্যকরভাবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক (Feed back) পেয়ে থাকেন। তাছাড়া আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করা হয়, তাতে সাংগঠনিক তৎপরতায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সংগঠনের উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিবেশ বজায় থাকে। অন্যদিকে আমরা আরো দেখেছি যে, পরিদর্শক শিক্ষকদেরকে সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন এবং আধুনিক কলা কৌশলের প্রয়োগ তাঁদের পেশা ভিত্তিক ব্যক্তিগত ও দলগত চাহিদা মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেন। ফলে শিক্ষকেরা তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাই বলা যায় যে, আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকায় তা বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শকদের জন্য মাইল-স্তম্ভ স্বরূপ এবং এগুলো সব সময় সামনে থাকলে তাঁরা যৌথ প্রয়াসে তাঁদের আরব্ধ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিচে আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

> পরিদর্শক শিক্ষকদেরকে সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন এবং আধুনিক কলা কৌশলের প্রয়োগ তাঁদের পেশা ভিত্তিক ব্যক্তিগত ও দলগত চাহিদা মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেন।

১। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো লক্ষ্য নির্ভরতা

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মৌলিক লক্ষ্য হলো সমাজের শিক্ষা চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ। আর তাই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয় বরং সুনির্ধারিত কর্মপন্থার মধ্য দিয়েই পরিদর্শক ও শিক্ষকদের কাজ করতে হয়, যাতে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারেন। উপরন্তু আধুনিক পরিদর্শক ও শিক্ষকের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, তাই কর্মপ্রয়াস জোরদার হয় এবং কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন মতাদর্শের পরিদর্শন অর্থাৎ প্রভুত্বমূলক পরিদর্শনে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের লক্ষ্য এক নয়। পরিদর্শকের লক্ষ্য হলো শিক্ষকদের ভুল বের করা ও তা সংশোধন করা। শিক্ষকদের লক্ষ্য হলো পরিদর্শকের আদেশ অনুসারে কাজ করা এবং প্রয়োজনবোধে ভুল গোপন করা। তাই ঐ ধরনের পরিদর্শনে পরিদর্শক ক্ষমতার অপব্যবহার না করলে জোর করে ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা না করলে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। অবশ্য এ ধরনের অবস্থা ঘটলে বুঝতে হবে যে পরিদর্শক শিক্ষকের অভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণার অভাবের জন্যই এমন ঘটছে, আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের লক্ষ্য বা কার্য ধারার জন্য নয়।

> পরিদর্শকের লক্ষ্য হলো শিক্ষকদের ভুল বের করা ও তা সংশোধন করা। শিক্ষকদের লক্ষ্য হলো পরিদর্শকের আদেশ অনুসারে কাজ করা এবং প্রয়োজনবোধে ভুল গোপন করা।

২। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শন ব্যবস্থা শিক্ষা সংগঠনে উপ-সংগঠন হিসেবে কাজ করে

যে কোন শিক্ষা ব্যাবস্থাকে পরিচালিত করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো বা সংগঠন রয়েছে। উক্ত সংগঠনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল কাজের দায়িত্ব প্রধান প্রশাসকের। তাই তিনি যেমন বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্বাবলী বহন করেন তেমনি বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব ও পরিদর্শনের দায়িত্ব দুটি ভিন্ন ধরনের বিষয়। একই ব্যক্তি প্রশাসক ও পরিদর্শক হিসেবে কাজ করলে তাঁর পক্ষে সূচারুরূপে পরিদর্শন কাজ করা সম্ভবপর নয়। কারণ তার আচরণ হবে প্রশাসক হিসেবে পরিদর্শনমূলক আচরণ। বিশুদ্ধ পরিদর্শনমূলক আচরণ প্রদর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যাতে সূচারুরূপে বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্ভব হয় সেজন্য আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রশাসনিক সংগঠনের একটি উপসংগঠন হিসেবে শুধুমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্বই পালন করে। এই উপসংগঠনের কাছে প্রশাসকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এটা বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্য সম্পাদনের একটি বিশেষ সার্ভিস স্বরূপ।

> একই ব্যক্তি প্রশাসক ও পরিদর্শক হিসেবে কাজ করলে তাঁর পক্ষে সূচারুরূপে পরিদর্শন কাজ করা সম্ভবপর নয়।

৩। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শক একজন স্টাফ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শক একজন লাইন কর্মকর্তা নন, তিনি একজন স্টাফ কর্মকর্তা। তাঁর ভূমিকা হলো একজন উপদেষ্টার, প্রশাসকের ভূমিকা নয়। সেজন্য তাঁকে তাঁর কাজে সফল হতে হলে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণাবলী ও পেশাগত দক্ষতার গুণাবলীর মাধ্যমেই তা করতে হবে। তিনি কোন অবস্থাতেই শিক্ষকদের আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করে কাজ করাতে সক্ষম হবেন না, কারণ শিক্ষকেরা জানেন যে পরিদর্শকের তাঁদের উপর কোন আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব (Formal authority) নেই। অন্যদিকে তিনি স্টাফ কর্মকর্তা হওয়ায় তিনি আগে থেকেই জানেন যে, তিনি যদি পেশাগত বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজ করাতে চান তবে তা শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় হবে না। কারণ তাঁরাও পেশাদার ব্যক্তিত্ব এবং পেশাগত বিষয়ে তাঁরা কারোর খবরদারী মেনে নেবেন না। তিনি যদি পেশাগত দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলী দিয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে চান তাহলেই তিনি সফল হবেন, কেননা সে ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা পরিদর্শকের পেশাগত পরামর্শে লাভবান হওয়ার আশায় নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁর নেতৃত্বে সাড়া দেবে।

৪। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন সুপরিকল্পিত নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই নীতিমালা পরিদর্শককে তাঁর কাজের রূপরেখা প্রদান করে। এই নীতিমালা থাকার ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি কোন্ ধরনের আচরণ করবেন, তার কার্যধারা কি হবে ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নিয়ে কাজ করতে পারেন। ফলে কার্যক্ষেত্রে গিয়ে তাঁকে নীতিমালা খুঁজতে বা প্রণয়ন করতে হয় না।

৫। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন শিক্ষকদের পেশাগত চাহিদা পূরণ করে

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষকেরা পরিদর্শককে তাদের পেশাগত কাজের সহযোগী হিসেবে পান। পরিদর্শক পরিদর্শন কর্মসূচীর নেতা হিসেবে শিক্ষকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে পেশাগত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পেশাগত দক্ষতার কারণে অবস্থা বিশেষ তিনি দলের অন্তর্গত কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকের উপর সেই কাজের জন্য নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করেন। ফলে এক আদান-প্রদানের দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার অবকাশ আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে রয়েছে। শিক্ষকেরা যেমন পেশাগত মর্যাদা লাভ করেন তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের পেশাগত দক্ষতাও বাড়ে। আবার কখনও কখনও শিক্ষকেরাও তাদের পেশাগত সমস্যার সমাধানে এমন একজনের সন্ধান করেন যিনি তাদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবিধ তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের কারণে সেক্ষেত্রে তারা তাদের পাশে পরিদর্শককে পান। অপরপক্ষে কখনও কখনও পেশাগত সমস্যার সমাধানে শিক্ষকেরা সরাসরি উপদেশ কামনা করেন। সেখানেও পরিদর্শক উপদেষ্টা (Consultant) হিসেবে তার অবদান রাখতে পারেন। সুতরাং

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে বিদ্যালয়-শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

৬। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যথাযথ ফিড ব্যাক (Feed back) পাওয়ার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভের অবকাশ আছে।

আগের বৈশিষ্ট্যে আমরা দেখেছি যে, আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির অপার সুযোগ রয়েছে। মূলতঃ পরিদর্শক সরাসরি শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করেন তাদের পেশাগত সমস্যা সমাধানের কাজে শরীক হওয়ার জন্য। অন্যদিকে শিক্ষকেরা তাদের অর্জিত পেশাগত দক্ষতা নিয়ে সরাসরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের কাজে সাহায্য করেন। শিক্ষাদান যদি ফলপ্রসূ হয় তবে শিক্ষার্থীরা কৃতকার্যতা প্রদর্শন করে। এখানে শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা শিক্ষকদের জন্য ফিড ব্যাক হিসেবে কাজ করে। এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন পরিদর্শকের জন্য ফিডব্যাকের কাজ করে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে এই ফিডব্যাক প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করা হলো–

Initiating variables --->Mediating variables ->Effectiveness variables
(পরিদর্শক) <------- (শিক্ষক) <----(শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা)

৭। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সাহায্য করা হয়

পরিদর্শকের কাজ হলো প্রতিটি শিক্ষককে আরো ভালো শিক্ষক হতে সাহায্য করা। এজন্য তাকে শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে দলগতভাবে সাহায্য করতে হয়। এজন্য তিনি বিবিধ মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৌশল এবং দলগত কৌশল অবলম্বন করে তিনি তার এ কাজে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

৮। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচী সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচী সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সূচিত হয়। পরিদর্শক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই আগের বছরগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পরবর্তী বছরের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের সহযোগিতায় পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।

৯। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব বন্টন

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের সুষম পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিদর্শনে অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কাজে পরিদর্শক ও শিক্ষকেরা যৌথভাবে ঠিক করে নেন কোন্ কাজের কোন্ অংশটি কে করবেন। তবে পরিদর্শককে খেয়াল রাখতে হয় যে সব সময় একই ব্যক্তির উপর একই কাজের ভার যেন না পড়ে। এতে শিক্ষকদের কাজে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি পায় তেমনি তারা শিক্ষাকার্যের বিবিধ বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করেন।

> পরিদর্শককে খেয়াল রাখতে হয় যে সব সময় একই ব্যক্তির উপর একই কাজের ভার যেন না পড়ে। এতে শিক্ষকদের কাজে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি পায় তেমনি তারা শিক্ষাকার্যের বিবিধ বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করেন।

১০। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ পদ্ধতি নির্ভর

আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে এর কতগুলো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। এক একটি পদ্ধতিতে এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিদর্শক যদি তার পরিদর্শন কার্যে সমস্ত পদ্ধতির সুষম ব্যবস্থা করেন তবে শিক্ষকেরা পদ্ধতিগতভাবে কাজ করে অল্প সময়ে তাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে পেশাগতভাবে দক্ষ হয়ে উঠবেন। পরিদর্শক বিবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করেন বলে শিক্ষক কোন কোন পদ্ধতিতে বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়ে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকায় সব ধরনের শিক্ষককে সাহায্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

অনুশীলন (Activity) : আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শন ব্যবস্থা শিক্ষা সংগঠনের উপ-সংগঠন হওয়ার কারণ কি?

i) শিক্ষা প্রশাসনের সহায়তাকারী অঙ্গ হিসেবে শুধুমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শন কাজ করার
ii) কর্তৃত্ব সহকারে কাজ করার জন্য
iii) পরিদর্শন ব্যবস্থার পর মুখাপেক্ষিতা কমাবার জন্য
iv) উপরের সব কটির জন্য

খ. আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষকরা কোথা থেকে তাদের কাজের কিউ পেয়ে থাকেন?

i) পরিদর্শকের কাছ থেকে
ii) প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে
iii) শিক্ষার্থদের কাছ থেকে
iv) উপরের সকলের কাছ থেকে

২। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন ------------ জন্য ---------- কাজ করে।
খ. ------------- পরিদর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো লক্ষ্য নির্ভরতা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৮

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। স্বমূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর পুনরায় উত্তর দিন। সব উত্তর সঠিক হলে আপনার পাঠ সার্থক হয়েছে।

২। সংক্ষেপে বিদ্যালয় পরিদর্শনের অর্থ বুঝিয়ে দিন।

৩। বিদ্যালয় পরিদর্শনের চরম, সাধারণ ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝেন?

৪। আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রকারের পরিদর্শনকে কেন উপযুক্ত বলে মনে করেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৫। বিদ্যালয় পরিদর্শনের নীতিগুলো ব্যাখ্যা দিন।

৬। শিক্ষকের শ্রেণি-শিক্ষার মানোন্নয়নে বিবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করে কেন সুফল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

৭। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৮

পাঠ ৮.১

১। ক. ii	১। খ. i
২। ক. শিক্ষকদের	২। খ. উপদেষ্টার
৩। ক. স	৩। খ. স

পাঠ ৮.২

১। ক. পরিদর্শক, শিক্ষকদের	১। খ. মানবিক বিকাশমূলক
২। ক. স	২। খ. স

পাঠ ৮.৩

১। ক. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির	১। খ. পরিদর্শক
২। ক. মি	২। খ. স

পাঠ ৮.৪

১। ক. i	১। খ. i
২। ক. পরিকল্পনা, প্রণীত	২। খ. পরিদর্শক, শিক্ষকদের

পাঠ ৮.৫

১। ক. iii	১। খ. iii
২। ক. দক্ষতার	২। খ. ওয়ার্কশপের

পাঠ ৮.৬

১। ক. i	১। খ. i
২। ক. ফিডব্যাকের	২। খ. আধুনিক বিদ্যালয়

তথ্যসূত্র

Boardman, charles w. and et. al, Democratic Supervision in Secondary Schools, Boston Houghton Mifllin Company, 1953.

Bolam, R, and et. al, Local Education Authority Advisers and The Mechanisms of Innovation: Windsor, Berks: NFER Publishing Company, 1978.

Burton, william H. and Leo J. Brueconer, Supervision: A Social Process, Newyork: Appleton-Century-Crofts, Inc, 1955.

Daniel E. Grffithi, "The Nature and Meaning of Theory in Behavioural Science and Educational Administration of the sixty-third Year book of National Society for the Study of Education. - Original Source : Jacob W. getzelis Administration as a social process in Administrative Theory in Education.

Government of Bengal, Directorate of Public Instruction. The Bengal Education Code 1931, Dhaka: East Pakistan Government Press, 1953.

Government of East Pakistan, Directorate of Public Instruction, Petter Schools, Dhaka: East Pakistan Government Press, 1958.

Hoyle, Eric and Jacqetta Megarry (ed.). World year Book of Education, 1980: Professional Development of Teachers, London: Kogan Page, 1980.

Jacob W. Eetzels James M. Lifhand and Ronald F. Camhbell Administraion as social Process, Theory, Research Practice, Newyork; Evanston; London Harber Row Publishers, 1968.

Lovell, John T. and Kimball Wiles, Supervision for Beffer Schools, Englewood cliffs N.J.: Prentice-Hall Inc, 1983.

Lucio, william H. and John D. Me Neil, Supevision in Thought and Action, Newyork: Mc Graw-Hill Book Company, 1979.

Marks, Sir James Robert and et. al, Handbook of Educational Supervision, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1978.

Oliva, Peter, F. Supervision for To-days Schools, Newyork: Harper Row, Publishers 1976.

Sergiovanni, Thomas J. and Robert, J. Starratt, Supervision: Human Perspectives, Newyork: Me Graw-Hill Book Company, 1979.

Shintaro, Iwashita (ed). Kyoika shido Gyosei no kenkyu, Tokyo: Daiichi Hoki, 1984.

Zibrail Katul, Methods of Eductional Administration" Department of Education, American University of Beirut memographed sheets, 1966

Zumwalt, Karen K. (ed). Improving, Teaching, Alexandaria: Association for Supervision and Curriculum Development, 1986.